হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৪

(১)হযরত সাফওয়ান রা. ও হযরত ইউহোন্না রা. যখন লোকদের সংগে কথা বলছিলেন, তখন ইমামেরা, বায়তুল-মোকাদ্দসের প্রধান কর্মচারী ও সদ্দুকিরা তাদের কাছে এলেন। (২)তারা খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন; কারণ তাঁরা লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং হযরত ইসা আ. এর মধ্য দিয়ে মৃতদের পুনরুত্থানের কথা ঘোষণা করছিলেন। (৩)তাই তারা তাঁদের গ্রেফতার করে পরদিন পর্যন্ত হাজতে রাখলেন, কারণ তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিলো।

(৪)কিন্তু যারা কালাম শুনছিলো, তারা অনেকেই ইমান আনলো। এতে তাদের সংখ্যা বেড়ে কমবেশি পাঁচ হাজারে দাঁড়ালো।

(৫)পরদিন তাদের প্রধান ইমামেরা, বুজুর্গরা এবং আলিমরা জেরুসালেমে এক সংগে মিলিত হলেন। ৬সেখানে মহা-ইমাম আনানিয়াস, কাইয়াফা, ইউহোন্না, আলেকজান্ডার আর মহা-ইমামের পরিবারের অন্যান্য লোকেরাও উপস্থিত ছিলেন। (৭)তারা বন্দিদেরকে তাদের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কীসের শক্তিতে বা কার নামে এসব করেছো?"

(৮)তখন হযরত সাফওয়ান রা. আল্লাহর রুহে পূর্ণ হয়ে তাদের বললেন, "জনতার শাসকেরা ও বুজুর্গরা, (৯)যদি একজন অসুস্থ লোকের উপকার করার কারণে আজ আমাদের জেরা ও প্রশ্ন করা হয় যে, লোকটি কেমন করে সুস্থ হলো;

(১০)তাহলে আপনারা প্রত্যেকে ও সমস্ত বনি-ইস্রায়েল এ-কথা জেনে রাখুন যে, নাসরতের হযরত ইসা মসিহ, যাঁকে আপনারা সলিবে দিয়ে হত্যা করেছিলেন এবং আল্লাহ্ যাঁকে মৃত থেকে জীবিত করে তুলেছেন, তাঁরই নামে সে সুস্বাস্থ্য পেয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

(১১)এই হযরত ইসা আ.-ই 'সেই পাথর, যাঁকে আপনারা, রাজ-মিস্ত্রিরা বাদ দিয়েছিলেন, আর সেটাই কোনের প্রধান পাথর হয়ে উঠেছে।' (১২)নাজাত আর কারো কাছে নেই। কারণ আকাশের নিচে, মানুষের মধ্যে, এমন কোনো নাম নেই, যার নামে আমরা নাজাত পেতে পারি।"

(১৩)যখন তারা হযরত সাফওয়ান রা. ও হযরত ইউহোন্না রা. এর সাহস দেখলেন এবং বুঝলেন যে, এঁরা অশিক্ষিত ও সাধারণ লোক, তখন আশ্চর্য হয়ে গেলেন; আর এঁরা যে হযরত ইসা আ. এর সঙ্গী ছিলেন, তাও বুঝতে পারলেন। (১৪)যে-লোকটি সুস্থ হয়েছিলো, তাকে হযরত সাফওয়ান রা. ও হযরত ইউহোন্না রা. এর সংগে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা তাঁদের বিরুদ্ধে আর কিছুই বলতে পারলেন না। (১৫)তাই তারা তাঁদেরকে মহাসভা থেকে বাইরে যেতে হুকুম দিলেন, যেনো তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে পারেন।

(১৬)তারা বললেন, "এই লোকদের নিয়ে আমরা কী করবো? যারা জেরুসালেমে বাস করে তারা সবাই জানে যে, এরা একটি বিশেষ মোজেজা দেখিয়েছে, আর আমরা তা অস্বীকারও করতে পারি না। (১৭)কিন্তু মানুষের মধ্যে যেনো কথাটা আরো না ছড়ায়, সে জন্য এদের ভয় দেখাতে হবে, যেনো তারা এই নামে কারো সংগে কথা না বলে।" তাই তারা তাঁদের ডাকলেন এবং হুকুম দিলেন, যেনো তাঁরা হযরত ইসা আ. এর নামে আর কোনো কথা না বলেন বা শিক্ষা না দেন।

(১৮)কিন্তু হযরত সাফওয়ান রা. ও হযরত ইউহোন্না রা. উত্তর দিলেন, "আপনারাই বলুন, আল্লাহর চোখে কোনটা ঠিক- (১৯)আপনাদের হুকুম পালন করা, না-কি আল্লাহর হুকুম পালন করা? (২০)কারণ আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি তা না বলে থাকতে পারবো না।"

(২১)তখন তারা তাঁদের আবারো ভয় দেখিয়ে ছেড়ে দিলেন। লোকদের ভয়ে তারা তাঁদের শাস্তি দেবার পথ পেলেন না। কারণ যা ঘটেছিলো, তার জন্য সবাই আল্লাহর প্রশংসা করছিলো। (২২)যে লোকটি আশ্চর্যভাবে সুস্থ হয়েছিলো, তার বয়স ছিলো চল্লিশ বছরেরও বেশি।

(২৩)তাঁরা ছাড়া পেয়ে তাঁদের বন্ধুদের কাছে গেলেন এবং ইমামেরা ও বুজুর্গরা তাঁদের যা-যা বলেছিলেন, তার সবই তাদের জানালেন।

(২৪)এসব কথা শুনে তাঁরা সবাই এক সংগে জোরে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে বললেন, "হে জগতের মালিক, তুমিই আসমান, জমিন, সমুদ্র এবং এর মধ্যে যা-কিছু আছে, তার সবই সৃষ্টি করেছো । (২৫)তুমি তোমার রুহের মধ্য দিয়ে তোমার বান্দা, আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত দাউদ আ. এর মুখ দিয়ে বলেছো, 'কেনো বিধর্মীরা অস্থির হয়ে চেঁচামেচি করছে? কেনোইবা লোকেরা অর্থহীন ষড়যন্ত্র করছে?

(২৬)দুনিয়ার বাদশাহরা ও শাসকরা এক হয়েছে দুনিয়ার মালিক ও তাঁর মসিহের বিরুদ্ধে! (২৭)আর এই শহরেও হেরোদ ও পন্তীয় পিলাত, ইস্রায়েল ও বিধর্মী লোকেরা এক হয়েছে তোমার বান্দা

হযরত ইসা আ. এর বিরুদ্ধে, যাঁকে তুমি অভিষেক করেছো, (২৮)যেনো তোমার পরিকল্পনা অনুসারে যা ঘটার কথা তা ঘটতে পারে। (২৯)আর এখন, হে আল্লাহ্, এদের অন্তর তুমি দেখো। তোমার বান্দাদের এমন শক্তি দাও, যেনো সাহসের সংগে তোমার কালাম বলতে পারি। (৩০)এবং তোমার পবিত্র বান্দা হযরত ইসা আ. এর নামে লোকদের সুস্থ করতে ও মোজেজা দেখাতে পারি।”

(৩১)যে-জায়গায় তারা মিলিত হয়ে মোনাজাত করছিলেন, মোনাজাতের পর সেই জায়গাটা কেঁপে উঠলো। এবং তাঁরা সবাই আল্লাহর রুহে পূর্ণ হয়ে সাহসের সংগে আল্লাহর কালাম বলতে লাগলেন।

(৩২)ইমানদারেরা সবাই মনে-প্রাণে এক ছিলেন এবং কোনো কিছুই তাঁরা নিজের বলে দাবি করতেন না। বরং সবকিছুই এক সংগে রাখা হতো এবং যাঁর যাঁর দরকার মতো তাঁরা ব্যবহার করতেন। (৩৩)হযরত ইসা আ. এর পুনরুত্থানের বিষয়ে হাওয়ারিরা মহা-শক্তিতে সাক্ষ্য দিতে থাকলেন, আর তাঁদের সকলের ওপর অশেষ রহমত ছিলো। (৩৪-৩৫)তাঁদের মধ্যে কোনো অভাবী লোক ছিলো না। কারণ যাদের জমি কিংবা বাড়ি ছিলো, তাঁরা সেগুলো বিক্রি করে টাকা-পয়সা এনে হাওয়ারিদের পায়ের কাছে রাখতেন এবং যাঁর যেমন দরকার, সেভাবে তাঁকে দেয়া হতো।

(৩৬)সেখানে হযরত ইউসুফ র. নামে লেবিয় বংশের এক লোক ছিলেন, তিনি ছিলেন সাইপ্রাস-দ্বীপের বাসিন্দা। (৩৭)হাওয়ারিরা তাকে বার্নবাস, অর্থাৎ উৎসাহদাতা বলে ডাকতেন। তার কিছু জমি ছিলো। তিনি সেটা বিক্রি করে টাকা এনে হাওয়ারিদের পায়ের কাছে রাখলেন।